পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

IFAD
Investing in rural people

টিউলিপ ফুল চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

বাস্তবায়নে: ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সহযোগিতায়: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে
টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

টিউলিপ ফুল চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

প্রকাশ কাল
জুলাই ২০২৩

স্বত্ব
ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজপাড়া গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০
বাংলাদেশ

কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ নাদিমুল ইসলাম

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা-১০০০

ইএসডিও'র গবেষণা বিভাগের একটি প্রকাশনা

টিউলিপ ফুল চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের সাফল্যের গল্প

উপদেশনা

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

ড. সেলিমা আখতার

অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও

সম্পাদনা

মোঃ আবু শাহিন

চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও), বিআরআইডি

মোঃ আইনুল হক

ডেপুটি কর্মসূচি সমন্বয়ক, ইএসডিও

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জনপদে যেসব সংগ্রামী নারী কিষাণীর মাধ্যমে এ অঞ্চলে টিউলিপ ফুল ফোটানো সম্ভব হয়েছে সেসব কিষাণীর নিমিত্তে উৎসর্গীকৃত

প্রাক কথন

বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে প্রান্তিক কিষাণীদের মাধ্যমে টিউলিপ চাষের চিন্তাটাই ছিল অভিনব, সৃজনশীল এবং নিঃসন্দেহে চমৎকার উদ্ভাবনী চিন্তার প্রতিফলন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের মহোদয়ের উৎসাহ ও ভাবনা থেকেই খামার পর্যায়ে প্রান্তিক কিষাণীদের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে প্রথমবারের মতো টিউলিপ ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিলো।

দেশে প্রথমবারের মত কিষাণী পর্যায়ে টিউলিপ ফুল ফোটানোর যাত্রাটি মসৃণ ছিল না। ইউরোপের ফুল যা কখনো চোখেও দেখিনি আমরা অনেকেই, সেই ফুল ফোটানোর জন্য মাঠ প্রস্তুতকরণ, কিষাণী প্রশিক্ষণ, বাল্ব সংগ্রহ, উপকরণ সরবরাহ, মাঠ ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন পুরো প্রক্রিয়াটিই একেবারেই নতুন ছিল। পিকেএসএফ'র সিনিয়র মহা-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব ড. আখন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম ও সেক্টর ভ্যালু চেইন স্পেশালিষ্ট (আরএমটিপি) জনাব মোঃ রাফিজুল ইসলামের সার্বক্ষনিক যুক্ততা পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার সম্মানিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কৃষি অফিসার মহোদয়ের নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গভীর কৃতজ্ঞতা পিকেএসএফ'র মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্যার, সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি উদ্যোগটিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন জানানোর জন্য।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা International Fund for Agriculture Development (IFAD) কর্তৃপক্ষকে পিকেএসএফ'র মাধ্যমে জঁৎধষ Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলে টিউলিপ ফুল চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পটিতে অর্থায়নের জন্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ, রংপুর বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ভূঞা পঞ্চগড় জেলার জেলা প্রশাসক জনাব জহুরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা। বিশেষত: পঞ্চগড় জেলার মিডিয়া প্রতিনিধিবৃন্দের প্রতি। তাঁরা দেশে খামার পর্যায়ে টিউলিপ চাষের সাফল্যের গল্পটি পুরো দেশবাসীকে অবহিত করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এই উদ্যোগটিকে। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা টিউলিপ বাল্ব সরবরাহকারী দেলোয়ার ভাইকে এবং বাংলাদেশ ফুল বিক্রেতা সমিতি ও ঢাকা ফুল বিক্রেতা সমিতির নেতৃবৃন্দকে-টিউলিপ ফুল বিপণনে ব্যাপক সহায়তার জন্য। সেই সাথে ইএসডিও-ঢাকা অফিসের সমন্বয়ক সৌজন্য সরকারকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঢাকা শহরে বিপণন কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য।

সর্বোপরি ইএসডিও'র অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতারকে গভীর কৃতজ্ঞতা। তিনি টিউলিপ ফুল চাষের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কিষাণীদের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থান করেছেন, হঠাৎ বৃষ্টিতে ফুলের ব্যাপক ক্ষতির আশংকাকে দূর করেছেন তাৎক্ষনিক বিশেষ শেডের মাধ্যমে। নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন বিপণনের।

ইএসডিও'র নিবেদিত প্রাণ বিশেষত: কর্মীবৃন্দের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন। উর্দ্ধতন সহ; কর্মসূচি সমন্বয়ক মোঃ আইনুল হক, পঞ্চগড়ের জোনাল ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, তেঁতুলিয়ার এরিয়া ম্যানেজার নগেণ চন্দ্র, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ অলিউর রহমান, টিউলিপ ফুল চাষ কার্যক্রমের কারিগরী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুর রহমানের শ্রম, মেধা এবং উদ্যম এই যাত্রাকে অনেক সহজতর করেছে।

তেঁতুলিয়া উপজেলার শারিয়ালজোত ও দর্জিপাড়ার বিশজন সাহসী কিষাণীকে আমাদের হৃদয়সিক্ত অভিনন্দন। আপনাদের হাত ধরে বাংলাদেশে খামার পর্যায়ে টিউলিপ ফুল ফুটেছে। আবারও প্রমাণিত হয়েছে প্রান্তিক নারীরাই পাল্টে দিতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি। প্রান্তিক নারীদের অদম্য প্রচেষ্টাতে আমরা পরিণত হবো উজ্জ্বল আলোকিত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশে।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৯

২. প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা ১০

৩. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১১

৪. প্রকল্পের সাধারণ তথ্য ১১

৫. প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্য ও কর্ম এলাকা ও জমি সম্পর্কীত তথ্যাবলী ১১

৬. টিউলিপ ফুল চাষের প্রকল্পের আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রভাব: ১২

৭. টিউলিপ ফুল চাষে তেঁতুলিয়া উপজেলার আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ১৩

৮. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ ১৩

৯. বাংলাদেশে টিউলিপ ফুল চাষ এবং ট্যুরিজম শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা ১৪

১০. টিউলিপ বাজারজাতকরণ ১৭

১১. বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয় ১৬

১২. প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া কাভারেজ ১৮

১৩. এক নজরে টিউলিপ ফুল চাষে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ ১৯

১৪. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের টিউলিপ ফুল পরিদর্শন ২১

১৫. উপসংহার ২৫

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশের উত্তরের জনপদ পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও-এ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য কৃষক বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন প্রকার ফুল চাষ করে থাকে যেমন গাঁদা, রজনীগন্ধা এবং গোলাপ। চাষিরা এসব ফুল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকে। কিন্তু চাষিদের উচ্চ মূল্যের ফুল চাষের কৌশল সম্পর্কে ধারণা কম এবং স্থানীয়ভাবে উচ্চমূল্যের ফুলের বীজ সরবরাহও কম। অত্র এলাকায় ফুল চাষিদের জন্য সার্বিক সহযোগিতার ঘাটতি ও ফুলের দাম এবং দক্ষতা কম থাকায়, ফুল চাষের প্রতি তাদের আগ্রহ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। তাই ফুল চাষিরা এই সেক্টর বাদ দিয়ে চা এবং অন্যান্য কৃষি খাতকে বেছে নিচ্ছে। ফুল চাষকে বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাষিদের পারিবারিক আয় এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি, তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং ফুল কেন্দ্রীক এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন- এ সকল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) 'টিউলিপ ফুল চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প' বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করে।

দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষত: পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও-এ শীতকালে সামগ্রিকভাবে শীতল পরিবেশ তৈরি হয় বিশেষ করে নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বিরাজ করে। টিউলিপ চাষের জন্য ৮-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা খুবই উপযোগী এবং ফুল ফোটার জন্য ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে হলে ভাল হয়। এ অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় যা টিউলিপ চাষের জন্য খুবই সহায়ক। যে প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বারের মত টিউলিপ চাষে করা হয় পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দর্জিপাড়া গ্রামে। প্রকল্পভুক্ত টিউলিপ বাগানে প্রায় শতভাগ ফুল ফুটেছিল এবং ফুলের রঙ, আকৃতি সবকিছুই নেদারল্যান্ডের টিউলিপ ফুলের মত। সাতাইশ/আঠাইশ দিনের মাথায় ফুল ফোটার কথা থাকলেও আগেই টিউলিপ ফুল ফোটা শুরু করেছিল। কিন্তু দ্রুত শীত শেষ হয়ে যাওয়ায় ফুল ফোটার শেষের দিকে গরম পড়ে, যার দরুণ কিছু ফুল গরমে নষ্ট হয়ে যায়।

এবছর মোট ২০ জন নারী চাষি মোট ২০০০ শতাংশ জমিতে ১০ প্রজাতির ১ লাখ টিউলিপের বাল্ব রোপণ করেছিলেন। অর্থনৈতিক ভাবে লাভবানের ক্ষেত্রে কৃষাণীরা টিউলিপকে কেন্দ্র করে মোট ৯,১৪,৬৮০.০০ (নয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত আশি) টাকা আয় করেছেন যার মধ্যে ফুল বিক্রি করে ৬,১৩,৬৮০.০০ (ছয় লক্ষ তের হাজার ছয়শত আশি) টাকা এবং পরিদর্শন থেকে ৩,০১,০০০.০০ (তিন লক্ষ এক হাজার) টাকা। শুধু তাই নয়, টিউলিপ পর্যটকদের কাছে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। স্থানীয় প্রশাসনসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ভাষ্য মতে, টিউলিপ ফুলকে ঘিরে পর্যটন শিল্প ও ফুল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশে এবং বিদেশে রয়েছে এক অপার সম্ভাবনা।

যদিও টিউলিপ ফুল চাষের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন-টিউলিপ ফুলের বাল্ব দেশে অপ্রতুল। বিদেশ থেকে বাল্ব/চারা সরবরাহ করতে হয়; যা ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। চাষীদের মধ্যে নতুন ফুল সম্পর্কে কম এবং প্রয়োজন ফুল সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ, বাছাইকরন ও প্যাকেজিং এর জন্য অবকাঠামোর ঘাটতি ইত্যাদি। এ সকল প্রতিবন্ধকতা সরকার, উন্নয়ন সহযোগি ও প্রাইভেট সেক্টরসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহন করা। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে টিউলিপ ফুল চাষ।

২. প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ

বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (যেমন মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি, দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, মধ্যবর্তী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জিডিপি'র বৃদ্ধি) নান্দনিক ও শিল্পরুচিবোধের বিকাশের সাথে সাথে ফুল ক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ফুলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার-এর বাণিজ্য হয়ে থাকে এবং বছরে প্রায় ১৫% হারে এ ব্যবসার বিকাশ ঘটছে। শুধু ইউরোপে বছরে ফুল বিক্রি হয় ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৬.৯ ও জাপানে ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের ফুল বিক্রি হয়। বিশ্বের ফুল রপ্তানির ৬০ শতাংশ অধিকার করে আছে নেদারল্যান্ডস। ফুল ও ফুলজাত পণ্য রপ্তানি করে নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে।

এছাড়াও বিশ্ববাজারে কোটি কোটি ডলারের ফুল রপ্তানির বাণিজ্য করে থাকে কেনিয়া, কলম্বিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ভারত, ইতালি, জার্মানি, ইসরায়েল, জিম্বাবুয়ে, ইকুয়েডর ও উগান্ডার মতো দেশগুলো। ফুল উৎপাদনে এবং রপ্তানিতে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। এক রিপোর্টে দেখা গেছে, দেশে প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফুল চাষ হয়। ফুল বিক্রির জন্য ঢাকা শহরে প্রায় ৫০-৫৫টি স্থায়ী এবং ২০০-২৫০ টি অস্থায়ী দোকান রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ফুল বিদেশে রপ্তানি হয়। বিশ্বে ফুলের বাণিজ্যে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ০.৩% হলেও বাংলাদেশর মাটি, জলবায়ু এবং সার্বিক পরিবেশ অনুকূলে থাকায় প্রায় সব ধরনের ফুল চাষ বৃদ্ধি করার অপার সম্ভাবনাময় সুযোগ রয়েছে।

টিউলিপ মূলত ইউরোপে খুবই পছন্দের একটি ফুল এবং এটিকে ইউরোপের ফুলের রাণী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।টিউলিপের প্রায় ১৫০ প্রজাতি এবং এদের অসংখ্য সংকর রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিডসহ টিউলিপের সকল প্রজাতিকেই সাধারণভাবে টিউলিপ নামে ডাকা হয়। টিউলিপ মূলত বর্ষজীবি ও শীতপ্রধান দেশের বসন্তকালীন ফুল হিসেবে পরিচিত। এটি মুকুল থেকে জন্মায়।টিউলিপ সাধারণ ১০-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চাষ করা হয়। সাধারণত বরফ প্রধান দেশসমূহে টিউলিপ ফুলের চাষ হয়। ইউরোপের দেশগুলোতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকায় সেসব দেশে টিউলিপের পর্যাপ্ত চাষ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক তাপমাত্রাকে বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, শীতকালে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা বিশেষ করে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকে এবং এমনকি কোন কোন বছর শৈত্যপ্রবাহ অত্রাঞ্চলে এক প্রকার দূর্যোগ হিসেবে প্রতিয়মান হয়। তাই ইউরোপের ন্যায় ঠান্ডা ও শীতল আবহাওয়া অঞ্চল ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলা টিউলিপ ফুল চাষের জন্য খুবই উপযোগী এবং এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন সহযোগী পিকেএসএফ-এর সহায়তায় Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় টিউলিপের উপযোগী ৬ প্রকার রঙের ফুল ফোটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়, যা দেশে বাণিজ্যিক বিকাশে ফুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করতে পারে। এছাড়াও, বাংলাদেশের যশোর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী এবং নারায়নগঞ্জে যেভাবে প্রধান প্রধান ফুলের ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে, ঠিক একই ভাবে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এলাকাকেও টিউলিপ ফুলের ক্লাস্টার হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

[1]http://www.avcbd.com/pages/frontvaluenon.html
[2]http://bdurbanagriculture.blogspot.com/2013/03/netairoy18yahoo.html

দেশে ক্রমাগত ফুলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রচলিত অন্যান্য দেশের অপরাপর ফুল ক্লাষ্টার অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেরও লক্ষাধীক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয় ও জীবিকায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। ফসলের চেয়ে অধিক লাভজনক হওয়ায় ফুল চাষের জমির আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে জারবেরা ফুল বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং দেশেই এর টিস্যুকালচারের চারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ও বিক্রি হচ্ছে। আশা করা যায় টিউলিপ ফুলও কাট ফ্লাওয়ার হিসাবে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চাষ করা হলে এটিও জারবেরা ফুলের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

৩. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের লক্ষ্য: টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের পারিবারিক আয় এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য:

ক. তেঁতুলিয়া উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণ।

খ. টিউলিপ কেন্দ্রীক এগ্রোট্যুরিজম বিকাশে পর্যটকদের জন্য ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন।

গ. উৎপাদিত ফুলের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৪. প্রকল্পের সাধারণ তথ্য:

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নাম	ঃ	টিউলিপ ফুল চাষ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	৬ মাস
পিকেএসএফ-এর সাথে সংস্থার চুক্তি স্বাক্ষর	ঃ	১৪/১১/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর তারিখ	ঃ	০১/১২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
প্রকল্পের মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ	ঃ	৩১/০৫/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
প্রকল্প কর্ম এলাকা	ঃ	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা	ঃ	২০ জন
মোট প্রাক্কলিত বাজেট	ঃ	৭৭,৯৮,০০০/-
পিকেএসএফ হতে মঞ্জুরীকৃত অনুদান	ঃ	৪৫,৯০,০০০/-

৫. প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্য ও কর্ম এলাকা ও জমি সম্পর্কীত তথ্যাবলী:

ক্রঃ নং	কর্মএলাকা	প্রকল্পের উদ্যোক্তা/সদস্যর নাম	জমির পরিমান
১	প্রেমচরণজোত, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	বুলবুলি	১০ শতাংশ
২	শারিয়ালজোত, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	মোছাঃ আয়েশা বেগম	১০ শতাংশ
৩		মোছাঃ মোর্শেদা বেগম	১০ শতাংশ
৪		মোছাঃ মনোয়ারা	১০ শতাংশ
৫		নার্গিস	১০ শতাংশ
৬		রইসুন	১০ শতাংশ
৭		সাবিনা	১০ শতাংশ
৮	দর্জিপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	রুপা	১০ শতাংশ
৯		জেসমিন	১০ শতাংশ
১০		মোছাঃ মুক্তা পারভিন	১০ শতাংশ
১১		মোছাঃ আনোয়ারা বেগম	১০ শতাংশ
১২		মোছাঃ সুমি আক্তার	১০ শতাংশ
১৩		আনোয়ারা বেগম	১০ শতাংশ
১৪		সায়েকা সুলতানা	১০ শতাংশ
১৫		হারিজা	১০ শতাংশ
১৬		রমজানি	১০ শতাংশ
১৭		মমতা	১০ শতাংশ
১৮		রহিমা খাতুন	১০ শতাংশ
১৯		বিনা	১০ শতাংশ
২০		সেলিমা	১০ শতাংশ
		মোট:	২০০ শতাংশ

৬. টিউলিপ ফুল চাষের প্রকল্পের আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রভাব:

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে টিউলিপ ফুল উত্তোলনের সুযোগ থাকায় উদ্যোক্তাদের আর্থিক অবস্থা এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত দিকের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাড়তি উপার্জনের সুযোগ পাওয়ায় তারা নিজেদেরকে এখন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মনে করেন। তারা পুর্বের তুলনায় এখন বেশি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে সক্ষম। অতিরিক্ত আয় দ্বারা তাদের মাছ, মাংস সহ অন্যান্য আমিষ ও পুষ্টিকর খাবার ক্রয়ের সামর্থ অর্জিত হয়েছে। এছাড়া দৈনন্দিন খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন ফলমূল যেমন কলা, পেয়ারা, কাঁঠাল, লিচু, মিষ্টি আলু গ্রহণ করে যা তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে। বিশেষ করে নারীদের হাতে টাকা থাকায় সে তার প্রয়োজন ও পছন্দ মাফিক খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় করতে পারে। যার ফলে তাদের জীবনের সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়। সকল উদ্যোক্তাই লাভবান হয়েছেন বলে মতামত প্রদান করেছেন।

তারা বলেছেন তাদের সঞ্চয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী হিসেবে সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারে তার গ্রহণযোগ্যতা ১০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী উদ্যোক্তারা তাদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। তারা পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্তও নিজেরাই গ্রহণ করে। সামাজিক ভাবেও নারী উদ্যোক্তাদের একটি সন্মান জনক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সামাজিক বিভিন্ন কাজ ও অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। পাড়া প্রতিবেশীরা শুরুতে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতো, কিন্তু বর্তমানে সকলেই ইতিবাচক। সামাজিক বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীরা এখন এগিয়ে। প্রয়োজনে হাসপাতাল, ব্যাংক, বাজার ইত্যাদি স্থানে উদ্যোক্তারা স্বাধীনভাবে চলাচলের সুযোগ পাচ্ছে। টিউলিপ চাষি মুক্তা পারভিন (৩৫) বলেন, " *হাতে টাকা থাকলে সবই ভালো মতই হয়, খাওয়া দাওয়া, ঘুম সবই ভালো হয়। আত্মীয় সজন, পাড়া প্রতিবেশি সকলেই ভালো চোখে দেখে, পছন্দ করে। টিউলিপ চাষের ফলে আমরা সকল নারী উদ্যোক্তাই এখন সকলের কাছে সম্মান ও গুরুত্ব পায়।*"

এছাড়া, উদ্যোক্তাদের অনেকেই টিউলিপ চাষ করে প্রাপ্ত লাভের টাকা দিয়ে তাদের নিজেদের এবং পরিবারের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। কেউ ঋণ শোধ করেছেন, কেউ ঘরবাড়ি নির্মানের কাজে ব্যয় করেছেন, কেউবা কৃষিকাজে লাগিয়েছেন। টিউলিপ চাষি সুমি পারভিন বলেন, "*গত বছর টিউলিপ চাষ করে প্রাপ্ত আয় থেকে পরিবারের জন্য একটি ফ্রিজ কিনেছিলাম। এ বছর প্রাপ্ত লাভের টাকায় আমাদের কিছু ঋণ ছিল সেগুলো পরিশোধ করেছি। পরিবারের প্রয়োজনে কিছু টাকা দিয়ে সহায়তা করতে পারছি দেখে নিজেরও ভালো লাগছে। স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এতে বেশ খুশি।*"

৭. টিউলিপ ফুল চাষে তেঁতুলিয়া উপজেলার আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তঃ

দেশের উত্তরাঞ্চলের (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) জলবায়ু শীতল হওয়ায় টিউলিপ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে শীতকালীন সময়ে বিশেষ করে নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বিরাজ করে। টিউলিপ চাষের জন্য ৮-১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা খুবই উপযোগী এবং ফুল ফোটার জন্য ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে হলে ভাল হয়। পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় উল্লিখিত তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় যা টিউলিপ চাষের জন্য সহায়ক। এবারের টিউলিপ চাষ খুবই উপযুক্ত সময়ে করা হয়েছে যে কারনে খুব অল্প সময়ে কৃষাণীরা কাঙ্খিত আয় করতে সক্ষম হয়েছে।

৮. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহঃ

কম্পোনেন্ট-১ ঃ

১.১ টিউলিপ ফুলের বাল্ব ক্রয় (প্রকল্প হতে ৬০%, বাকি ৪০% সদস্য বহন)
১.২ নেট সেড ক্রয়
১.৩ সার, জমি প্রস্তুত ও আঃন্তপরিচর্যা (সেচ,নিড়ানী,আগাছা দমন,খুঁটি, সেড তৈরী ইত্যাদি)
১.৪ ফুল চাষীদের টিউলিপ ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
১.৫ ফুল চাষীদের টিউলিপ ফুল চাষ বিষয়ক পরামর্শকের সম্মানী ভাতা
১.৬ সাইনবোর্ড তৈরী

কম্পোনেন্ট-২ ঃ

২.১ ফুল চাষীদের সাথে ফুল ব্যবসায়ীদের সাথে সংযোগ সভা

২.২ পর্যটকদের সেবায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (উদাহরণ-টয়লেট সুবিধা, পানিয় জল, দেশের ম্যাপে ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি)

কম্পোনেন্ট-৩:

৩.১ প্রকল্পভূক্ত কর্মকর্তাদের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন

কম্পোনেন্ট-৪ ঃ

৪.১ বেসলাইন স্টাডি রিপোর্ট প্রণয়ন

৪.২ পরিচিতি মূলক পুস্তিকা ফ্যাক্ট সীট প্রকাশ

৪.৩ প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ

৪.৪ ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী

৯. বাংলাদেশে টিউলিপ ফুল চাষ এবং ট্যুরিজম শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা:

কৃষি পর্যটন হলো অবকাশযাপনের এমন এক ধরণ যেখানে খামারগুলোতে আতিথেয়তার আয়োজন করা হয়। অবকাশকালীন কর্মকান্ডের মধ্যে থাকে কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান আহরণ, ফল ও সবজি চাষ, ঘোড়ায় চড়া, মধুর আহরণ এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন পন্য অথবা হস্তশিল্প সামগ্রীর তৈরী শৈলী দেখা ক্রয়ের সুযোগ তৈরি করে দেয়া। পর্যটনকে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই মানব বিকাশের একটি সরঞ্জাম হিসাবে অভিহিত করা হয়। এ খাতে পর্যটন দ্বারা সরাসরি একটি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব। এছাড়াও, পর্যটন জাতীয় সংহতকরণ, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং স্থানীয় হস্তশিল্প এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে। সারাদেশ থেকে প্রচুর লোকজন এই টিউলিপ বাগান দেখার জন্য এসেছিল। এই পর্যটকদের জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে অতি প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। সুযোগ সুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা, বাগানের ভেতরে বসার জায়গার ব্যবস্থা, বিশ্রামের ব্যবস্থা, টয়লেটের ব্যবস্থা। তাছাড়া, বাগানের পাশে একটি খাবারের দোকানও ছিল যেখানে সুলভমূল্যে সব ধরণের দেশী খাবার পাওয়া যেত। একবারে না হলেও ধীরে ধীরে এই টিউলিপ এ অঞ্চলে কৃষি পর্যটন এর দ্বার উন্মোচন করছে। সরকারী, বেসরকারী উদ্যোগ সহ সর্ব স্তরের মানুষের প্রচেষ্টায় টিউলিপ ভিত্তিক কৃষি পর্যটন এ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই মানব বিকাশের একটি সরঞ্জাম হবে।

১০. টিউলিপ বাজারজাতকরণ:

টিউলিপ ফুল "লিলিয়েসী পরিবার"ভূক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফুল। এটি আন্তর্জাতিক ফুল বাণিজ্যে কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে উল্লেখযোগ্য ১০ টি ফুলের মধ্যে অন্যতম। কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে বেশী দিন ফুলদানিতে সতেজ রাখতে লিলির জুড়ি নেই। নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর প্রায় ২ বিলিয়ন টিউলিপ ফুল রপ্তানি করে। ২০২০ সালে শুধুমাত্র টিউলিপ বাল্ব রপ্তানি করে আয় করে ২২০ মিলিয়ন ইউরো। প্রতি বছর মার্চ- মে মাস পর্যন্ত ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার বিক্রি হয়। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ডলারের কাট ফ্লাওয়ার-এর বাণিজ্য হয়ে থাকে এবং বছরে প্রায় ১৫% হারে এ ব্যবসার বিকাশ ঘটছে। শুধু ইউরোপে বছরে ফুল বিক্রি হয় ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৬.৯ ও জাপানে ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের ফুল বিক্রি হয়। বিশ্বের ফুল রপ্তানির ৬০ শতাংশ অধিকার করে আছে নেদারল্যান্ডস। ফুল ও ফুলজাত পণ্য রপ্তানি করে নেদারল্যান্ডস প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকা আয় করে। এক রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে ফুল বিক্রির জন্য ঢাকা শহরে প্রায় ৫০-৫৫টি স্থায়ী এবং ২০০-২৫০ টি অস্থায়ী দোকান রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ফুল বিদেশে রপ্তানি হয়।

দেশের মধ্যে ঢাকার ফুলের বাজারটি টিউলিপের জন্য খুবই ভাল হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। পাশাপাশি যেহেতু টিউলিপ ফুলটি যুবদের কাছে বিশেষ দিন হিসেবে বিবেচিত "ভ্যালেনটাইন ডে" এবং পহেলা ফাল্গুন উৎসব এ তোলা সম্ভব হয়েছিল যার ফলে শুধুমাত্র ঢাকাতে নয় বিভাগীয়, জেলা এবং এমনকি উপজেলা শহরেও টিউলিপ ফুলের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে টিউলিপ ফুল শুরুতেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এছাড়াও, স্থানীয় পর্যায়ে বাজার উন্নয়ন সম্ভব না হলেও রাজধানী ঢাকার বাজারে গত বছরের ন্যায় এ বছরও ফুল বাজারজাত করা হয়েছিল। অবশ্য, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসের দিন পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুরে কিছু ফুল বিক্রয় করা হয়। তাছাড়া, পর্যটকদের অনেকেই বাগান থেকেও ফুল কিনেছেন। নারী চাষি সাদিয়া বেগমের মতে "ঢাকা থকে ফুল বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মহোদয় নিজে এসে উদ্যোক্তাদের নিয়ে ফুল বিপণন বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং উদ্যোক্তাদের কিভাবে ফুলের স্টীক কাটবে, কীভাবে প্যাকেজিং করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে শিখিয়েছিলেন।" সর্বোপরি, ফুলের চাহিদা এবং দাম সন্তোষজনকই ছিল। তবে, ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে হালকা গরম পরে যাওয়ায় কিছু ফুল আর বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি কেননা গরমে ফুলগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করেন চাষিরা।

ঢাকার বাজারে টিউলিপঃ

ইএসডিও'র সহযোগিতায় ঢাকা ফুল বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি, সহ সভাপতি এবং সেক্রেটারির মাধ্যমে টিউলিপ ফুল চাষিগণ ঢাকার বাজারে ফুল বিক্রি করতে পেরেছেন।

১১. বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয়ঃ

চ্যালেঞ্জসমূহ	প্রস্তাবনাসূমহ বা করণীয়
১. সময়মত টিউলিপ ফুলের বাল্বের প্রাপ্যতা	টিউলিপ ফুলের বাল্ব সঠিক মৌসুমে আমদানির করতে পারলে যথাসময়ে চাষ ও ফুল ফোটানো সম্ভব।
২. টিউলিপ ফুলের বাল্ব দেশে অপ্রতুল। বিদেশ থেকে বাল্ব উচ্চমূল্যে সংগ্রহ করতে হয়।	নিবিড় ও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে দেশীয়ভাবে বাল্ব উৎপাদন করা যেতে পারে।
৩. ফুল চাষিদের টিউলিপ ফুলসহ অন্যান্য ফুল যেমন জারবেরা, লিলিয়াম, গ্লাডিওলাস চাষকৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা কম।	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনে দেশের অন্যান্য ফুল চাষীদের দক্ষতা উন্নতি করা যেতে পারে যেন তারা সাধারণ ফুলের বাইরেও বিদেশি ফুল চাষের আরো বেশি আগ্রহী দক্ষ হয়। ফুল ক্লাষ্টার থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনে স্থানীয় ফুল চাষীদের দক্ষ করা যেতে পারে।
৪. ফুলের উন্নতমানের প্যাকেজিং না থাকায় ফুল চাষীরা দূরবর্তী বাজারে বিশেষ করে ঢাকায় ফুল সরবরাহ করতে পারে না।	ক্লাষ্টার ভিত্তিক প্যাকেজিং করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা তাদের এই বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষন এর আয়োজন করা যায়।
৫. টিউলিপ ফুলের প্রচার-প্রচারণা কম	তৃণমূল পর্যায়ে টিউলিপ চাষ বিষয়ে চাষিদের ও ক্রেতাদের আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত সভা, সেমিনার বা কর্মশালার আয়োজন করা, অফলাইন ও অনলাইনে বিভিন্ন উপায়ে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
৬. ফুল সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ, বাছাইকরণ ও প্যাকেজিং এর জন্য কালেকশন সেন্টারের ঘাটতি	প্রাথমিক অবস্থায় দাতা সংস্থা কর্তৃক সেন্টারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ায় অধিক ফুল চাষে আগ্রহী ও সুসংগঠিত হয়।

১২. প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া কাভারেজ

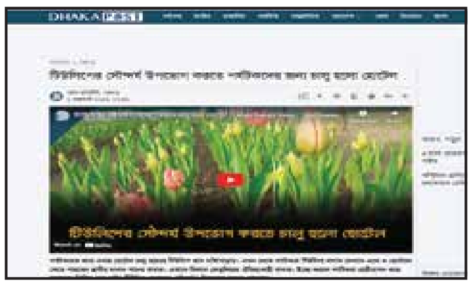

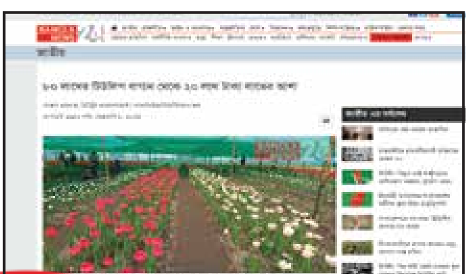

"মাটি ও মানুষ" অনুষ্ঠানে টিউলিপ ফুল ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং বিটিভি ওয়ার্ল্ডে, জনাব দেওয়ান সিরাজ-এর উপস্থাপনায় কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান "মাটি ও মানুষ" এর ধারাবাহিক পর্বে পিকেএসএফ"র অর্থায়নে ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষাণী পর্যায়ে টিউলিপ চাষ প্রকল্পের প্রামান্যচিত্র প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে।

১৩. এক নজরে টিউলিপ ফুল চাষে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

* তেঁতুলিয়ার মাটিতে প্রায় শতভাগ ফুলের বাল্ব হতে ফুল ফোটানো সম্ভব হয়েছে।
* নতুন এই ফুল চাষ করে নারী উদ্যোক্তাগণ তুমুলভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।
* দেশে ২০ জন নারী উদ্যোক্তা টিউলিপ চাষ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যা ইকো ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
* অনেক প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কিষাণীদের সফলতার গল্প প্রচারিত হয়েছে।
* দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এই টিউলিপ বাগান পরিদর্শন করেছেন এবং কিষাণীদের উৎসাহিত করেছেন।
* ইএসডিও'র উদ্যোক্তাগণ টিউলিপ ফুল ঢাকার বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।
* বাগানে আগত দর্শনার্থীদের প্রবেশ মূল্যের মাধ্যমেও বাড়তি আয় করতে পেরেছেন।
* হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টিউলিপ ফুল চাষে দক্ষতা অর্জন করে বাংলাদেশে কৃষানী পর্যায়ে টিউলিপ ফুল চাষের নতুন সম্ভাবনা উম্মোচিত হয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

১৪. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের টিউলিপ ফুল পরিদর্শন

পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতারের পরিদর্শন।

১৭. উপসংহারঃ

টিউলিপ ফুলের চাষ খুবই লাভজনক এবং খুব অল্পসময়ের মধ্যে ফুল তোলা সম্ভব বলে এর সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে। ভবিষ্যতে টিউলিপ ফুলের চাষ বাড়ানোর জন্য বাল্ব সংরক্ষণের উপর কৃষি গবেষণা করা প্রয়োজন এবং কিভাবে এটিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তসহ বিদেশে রপ্তানীর জন্য কৌশল নির্ধারণ ও পদক্ষেপ নেয়া যায়-সে বিষয়ে জোড়ালো উদ্যোগ গ্রহন আবশ্যক। এ অঞ্চলের হিমশীতল আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে টিউলিপ ফুল চাষ বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং অর্থনীনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। পিকেএসএফ-ইএসডিও'র এ ধরনের উদ্ভাবনী এই উদ্যোগ দেশের ফুল চাষে নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জগত বিখ্যাত টিউলিপ ফুল মাঠ পর্যায়ে দেশে দ্বিতীয় বারের মতো প্রস্ফুটিত করেছে তেঁতুলিয়ার ২০ জন নারী উদ্যোক্তা যার মাধ্যমে প্রসারিত হচ্ছে নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

IFAD
Investing in rural people

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

www.esdo.net.bd

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় প্রকাশিত